দৈনিক সংবাদ

077

তারিখ ... 17 MAR 1988 ...
3

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যৌথ কোর্স শুরু করা হোক

গত ২৮শে ফাল্গুনের সংবাদ-এ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানা গেল ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ১৯৮৫-৮৬ সেসনের ছাত্রদের ১৩ই চৈত্র ক্লাস শুরু হবে। যারা এবার ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছে তাদের ইতিমধ্যে মূল্যবান দুটি বছর খরচ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য কোর্সটির মেয়াদ তিন বছরের। ১৯৮৬-৮৭ সেসনের ছাত্রদের ইতিমধ্যে এক বছর নষ্ট হয়েছে এবং আরো এক বছর চলে যাবে। ১৯৮৫-৮৬ সেশনের ছাত্রদের জন্য কিছু করা যেত কিনা তা আমরা জানি না; কিন্তু কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ১৯৮৬-৮৭ সেসনের ছাত্রদের জন্য পিছিয়ে যাওয়া শিক্ষাবর্ষ এগিয়ে আনতে উদ্যোগ নিতে পারেন। আমাদের প্রস্তাব এবার যৌথ কোর্স শুরু করা হোক।

যৌথ কোর্স কেন শুরু করা হবে তার একটু মূল্যায়ন করা যাক-যেহেতু এই বছর যৌথ কোর্স সমাপনকারী দুইটি ব্যাচ বেরিয়ে যাচ্ছে, অতএব এ বছরই যৌথ কোর্স শুরু করা যেতে পারে।

অস্তিত্ব রক্ষার্থে এক সময় যৌথ কোর্স শুরু করতেই হবে। এ বছর যৌথ কোর্স শুরু হলে ভুক্তভোগীদের সংখ্যা কমবে।

১৯৮৭-৮৮ সেসনের ছাত্ররা ইতিমধ্যে তাদের অপেক্ষার প্রহর গুনতে শুরু করেছে। এ বছর যৌথ কোর্স শুরু করলে তাদের এক বৎসর কম সময় গুনতে হবে।

যাহোক সংশ্লিষ্ট সকলের বৃহত্তর স্বার্থে কর্তৃপক্ষ যৌথ কোর্স শুরু করবেন বলে আশা করি।

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ১৯৮৬-৮৭ সেশনের ছাত্রদের পক্ষে--কিংশুক রায়,
৪৪ নং হেমেন্দ্র দাস রোড,
সূত্রাপুর, ঢাকা।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পোষ্ট গ্রাজুয়েট অর্ডিন্যান্স' অনুযায়ী কোন প্রকৌশলী চাকরিরত অবস্থায় 'ফুলটাইম ছাত্র' হিসেবে পড়াশুনা করতে পারেন না। কিন্তু কতিপয় চাকরিজীবী তাদের পূর্ণ পরিচয় গোপন করে এবং ঐ অর্ডিন্যান্স অমান্য করে 'ফুলটাইম ছাত্র' হিসেবে পড়াশুনা করেন। এতে তারা হলে থাকার সুযোগ ছাড়াও ফেলোশীপের পূর্ণ সুবিধা (মাসিক প্রায় দুই হাজার টাকা) গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য,অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী একমাত্র ফুলটাইম ছাত্ররাই ফেলোশীপ এবং হলে থাকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। যেহেতু এই ফেলোশীপের সংখ্যা সীমিত সেহেতু অনেক প্রকৃত ছাত্র উক্ত চাকরিজীবী ছাত্রদের জন্য এই সব সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাছাড়া এই 'চাকরিজীবী ছাত্ররা' প্রায়ই কোর্স সমাপ্ত না করেই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত মূল্যবান অর্থের অপচয় হচ্ছে। অনেক সময় কর্তৃপক্ষের নিকট এই চাকরিজীবী ছাত্রদের প্রকৃত তথ্য জানানো হলেও কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ আইনানুগ ব্যবস্থা না করে তাদের পার্টটাইম ছাত্র হিসেবে শিক্ষাক্রম চালাতে অনুমতি দেন। কর্তৃপক্ষের এরূপ শিথিল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে এই প্রবণতা বন্ধ না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃত ছাত্রদের সুবিধার্থে এই প্রতারণামূলক প্রবণতা বন্ধের জন্য কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

আবু হাসান,
২৩, ডিওএইচএস (বনানী),
ঢাকা।

এইচ, এস, সি পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর চাই

আমাদের শিক্ষার মান কারোর অজানা নয়। বিশ্বের প্রতিটি উন্নত দেশের ছাত্ররা যেখানে বিভিন্ন হিসাব-নিকাশের জন্য কম্পিউটর ব্যবহার করছে সেখানে আমরা যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ শিখতে ব্যস্ত। আর এই ব্যস্ততাকে আরেকটু বাড়ানোর জন্য সম্মানিত 'বোর্ড' কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু কেন? বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি মনে করেন যে, আমরা ওগুলো শিখিনি। তারা যদি এরূপ ধারণা করেন তাহলে ভুল হবে। কারণ, ওসব ঝামেলা অনেকে এস,এস,সি পর্যায়েই পোহায়ে এসেছে। গণিত রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় যেসব অংক থাকে সেগুলোর মুখ্য বিষয় হচ্ছে অঙ্কটি কিভাবে করতে হবে অর্থাৎ পদ্ধতিগত। হিসাব নিকাশটা নিতান্তই গৌণ বিষয়। এর জন্য বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু পরীক্ষায় যে সময় বরাদ্দ করা হয়, তাতে এই বাড়তি সময় দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া আমরা গুণ, ভাগ করতে পারি কিনা তা যাচাইয়ের জন্য এসব অংক দেয়া হয় না। অংকগুলো দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের কেমন দক্ষতা আছে তা যাচাই করা। তাই ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে না দেয়ার পিছনে কোন যুক্তি দেখি না। বোর্ড কর্তৃপক্ষ হয়তো যুক্তি দেখাবেন,সবার পক্ষে এটা কেনা সম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ যুক্তি ধোপে টেকে না। কারণ, যে ছাত্রকে বিভিন্ন বই-কাগজ-কালি আর বেতনের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে, তার জন্য ২00 টাকা কোন ব্যাপার নয়। প্রয়োজনে সরকারের উচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলো সরবরাহ করা।

তাই আমরা আশা করছি, অবিলম্বে এইচ, এস, সি. পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিবেন।

--এইচ,এস,সি পরীক্ষার্থীদের পক্ষে নজিবুল হক (বিটু),রাজেন্দ্র কলেজ ষ্টাফ কোয়ার্টারস, ঝিলটুলী, ফরিদপুর।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাবসিডিয়ারী

আলোচনাটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিষয় নিয়ে। আলোচনাটা কোন যুদ্ধ বা চর দখলের মত সিটদখল নয়, একটা নতুন সমস্যা যা সৃষ্টি করা হয়েছে সমস্যাটা কিন্তু মূল সমস্যা নয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছেন তাদের কাছে নাকি বাঁশের চেয়ে কঞ্চির মূল্য বেশী। সাবসিডিয়ারী বিষয়ে তারা এ বছর হতে এতই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, সাবসিডিয়ারী বিষয় পাস না করলে অনার্স বিষয় ফেইল। ছাত্রের জীবন বরবাদ হয়ে যাক, তবুও প্রমোশন হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বেসিকের চেয়ে এলাউন্সের প্রতি বেশী আকর্ষণ। সাবসিডিয়ারী বিষয় কখনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার এই বিষয়ে একটি সমস্যা সৃষ্টি করে ব্যর্থ ছাত্রদেরকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছেন।

যে বিশ্ববিদ্যালয় ৩৬৫ দিনে ২৩৮ দিনও ক্লাস হতে পারেনি, যে বিশ্ববিদ্যালয় সেসন জটের আবর্তে পড়ে অনার্স পাস করতে ৭/৮ বছর লাগে, সে বিশ্ববিদ্যালয় সাবসিডিয়ারী বিষয়-এর ব্যর্থতা ঘুচানোর সুযোগ না দিয়ে প্রমোশন বন্ধ রাখা কি উচিত? এ সমস্যা কি সৃষ্ট করা সমস্যা নয়? এর উত্তর দিবে কে? এরই নাম কি সমস্যার সমাধান। এর নাম কি সেসন জটের-গেরো খোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা? এ অবস্থা পূর্বে ছিল না। পূর্বে নিয়ম ছিল, ছাত্র-ছাত্রীরা অকৃতকার্য সাবসিডিয়ারী বিষয়ে পরের বছর পরীক্ষা দিতে পারবে। অর্থাৎ ২য় ও ৩য় বর্ষে প্রমোশন পাবে।

এ বঞ্চনার সহজ অর্থ হচ্ছে অনেক গরীব ছাত্রের লেখাপড়ার ইতি টানা। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ পরীক্ষা হওয়ার ৭/৮ মাস পর পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। এর মধ্যে পরবর্তী ক্লাসের টিউটোরিয়াল এবং ইনকোর্স পরীক্ষাও শেষ হয়ে যায়। এরপর ছাত্ররা খবর পায় তারা সাবসিডিয়ারীতে ফেইল--তাদেরকে এ বছরও পূর্বের ক্লাসে থাকতে হবে, তখন তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে ছাত্র জীবনের শেষ যবনিকা টানা ছাড়া উপায় থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নিশ্চয় তাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তি আছে। তারা বলবেন, ফেইল মানেই ফেইল, তা মূল বিষয় হউক বা সাবসিডিয়ারী বিষয় হউক। প্রমোশন দেওয়া যায় না। এ যুক্তিকে খণ্ডনেরও যুক্তি আছে, তাতে কথা বাড়বে কিন্তু নিষ্পত্তি হবে না। এতদিন যে নিয়ম চালু ছিল তাতে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের লেখাপড়ার মানসিকতা কম ছিল? আর এই নিয়ম চালু করলে কি মান বেড়ে যাবে?

কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় নিবেদন সমস্যার সৃষ্টি করবেন না। সমস্যা সৃষ্টি না করে পূর্বের নিয়ম চালু রাখার জন্য আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ আব্দুর রহমান (জিহাদী)
২য় বর্ষ সম্মান
২০০৫ জহরুল হক হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।